অবসর সুবিধাবঞ্চিত সরকারিকৃত কলেজের দেড় হাজার শিক্ষক

মেহেদী হাসান

প্রকাশ : ১৬ নভেম্বর ২০২৫, ০৬:০০

ময়মনসিংহের নান্দাইল উপজেলার সরকারি শহিদ স্মৃতি আদর্শ কলেজের অধ্যক্ষ মো. নাজিম উদ্দিন অবসরে গেছেন ২০২১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি। কিন্তু এখনো জানতে পারেননি অবসর সুবিধা পাবেন কিনা। সরকারি বিধিমালা অনুযায়ী কোনো এমপিওভুক্ত কলেজ সরকারিকরণ হলে, কমপক্ষে পাঁচ বছর চাকরি করলেই অবসর সুবিধা মেলে। কিন্তু মো. নাজিম উদ্দিনের চাকরির মেয়াদ হয়েছে চার বছর। তবে তিনি এমপিওভুক্ত হিসেবে শিক্ষকতা করেছেন প্রায় ১৫ বছর। বিধি সংশোধন করে অবসর সুবিধা দিতে গত চার বছর ধরে মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরে ধরনা দিয়েছেন। মো. নাজিম উদ্দিন ইত্তেফাক অফিসে এসে আক্ষেপ করে বলেন, ‘কলেজটি যদি সরকারিকরণ না হতো, তাহলে এমপিওভুক্ত শিক্ষক হিসেবে আমি ১ কোটি টাকা অবসর সুবিধা পেতাম।’ সরকারিকৃত কলেজ শিক্ষক কর্মচারী আত্তীকরণ বিধিমালা ২০১৮-এর বিধি সংশোধন করে প্রথম এমপিওভুক্তির তারিখ থেকে চাকরিকাল গণ্য করলে বিদ্যমান সমস্যার সমাধান হবে। বিষয়টি তিনি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের শীর্ষ কর্মকর্তাদের ১০ দফা লিখিতভাবে জানিয়েছেন। কিন্তু শুধু আশ্বাস মিলেছে, কেউ বাস্তবায়নে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। বর্তমানে তিনি চরম আর্থিক সংকটে রয়েছেন বলে জানান।

দৈনিক ইত্তেফাকের সর্বশেষ খবর পেতে Google News অনুসরণ করুন

শুধু মো. নাজিম উদ্দিন নয়, তার মতো দেড় হাজার শিক্ষক অবসর সুবিধাবঞ্চিত। তাদের দাবি একটাই–বিধি সংশোধন করে প্রথম এমপিওভুক্তির তারিখ থেকে চাকরিকাল গণ্য করা। তারা প্রত্যেকে ১৫ বছরের বেশি এমপিওভুক্ত শিক্ষক হিসেবে চাকরি করেছেন। বিষয়টি নিয়ে সরকারি কলেজ শিক্ষক কর্মচারী ফোরামের পক্ষ থেকে সম্প্রতি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ও মাউশির মহাপরিচালক বরাবর চিঠি দেওয়া হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, সরকারিকৃত মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক ও কর্মচারী আত্তীকরণের প্রথম এমপিওভুক্তির তারিখ থেকে চাকরিকাল গণ্য করা হয়। কিন্তু শুধু কলেজের ক্ষেত্রে একটি চালু করা হয়নি, যা চরম হতাশাজনক, বৈষম্যমূলক ও অমানবিক।

অবসর সুবিধাবঞ্চিত ১০ জন শিক্ষক ইত্তেফাককে বলেন, ‘শিক্ষার আলো ছড়িয়ে জীবনের প্রায় পুরোটা সময় পার করেছি। বৃদ্ধ বয়সে এখন দিন কাটছে নিদারুণ কষ্টে। চাকরি ছাড়ার পর তাদের আয়-উপার্জন পথ বন্ধ হয়ে গেছে। নিজের পাওনা টাকা না পাওয়ায় অনাহারে-অর্ধাহারে কাটছে শেষ জীবন। এছাড়া বৃদ্ধ বয়সে তাদের চিকিৎসা দরকার। কারো বা সন্তানের লেখাপড়া কিংবা মেয়েকে বিয়ে দেওয়া দরকার। সরকারি কলেজ শিক্ষক কর্মচারী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক অধ্যক্ষ মো. আলমগীর বলেন, ইচ্ছা ছিল চাকরি শেষে হজে যাব। ২০২১ সালে অবসরে গেছি। এখনো অবসরের টাকা পাইনি। এছাড়া আমার শারীরিক নানান সমস্যা। চিকিৎসা করার টাকা পাব কই?’